গৃহঋণ বার্তা

বিএইচবিএফসি'র ত্রৈমাসিক বুলেটিন

গৃহায়ণের দিগন্তে সাহসী পদক্ষেপ

বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন

BANGLADESH HOUSE BUILDING FINANCE CORPORATION

২য় বর্ষ
১ম সংখ্যা

অক্টোবর-ডিসেম্বর
২০১২

কিশোরগঞ্জে নতুন আঞ্চলিক অফিসের উদ্বোধন

বিএইচবিএফসি-কে ব্যাংকে রূপান্তর করতে হবে

\- মাননীয় স্পীকার

সম্প্রতি বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশনের একটি নতুন আঞ্চলিক অফিস উদ্বোধন করা হয় হাওড় অঞ্চল - খ্যাত কিশোরগঞ্জে। এর মাধ্যমে গৃহায়ণ খাতে ঋণ সহায়তা সম্প্রসারণে সরকারি প্রচেষ্টায় নতুন মাত্রা যোগ হল।

বাসস্থান মানুষের মৌলিক চাহিদা। এ চাহিদা পূরণে বিএইচবিএফসি মানুষের দোরগোঁড়ায় পৌঁছানোর সর্বাত্মক চেষ্টা করবে বলে সভায় বক্তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন। অফিসটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহান জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকার মোঃ আবদুল হামিদ, এডভোকেট। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কর্পোরেশনের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান মোঃ ইয়াছিন আলী।

কিশোরগঞ্জের জেলা প্রশাসক মোঃ সিদ্দিকুর রহমানও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের প্রশাসক মুক্তিযোদ্ধা জিল্লুর রহমান, জেলা ও দায়রা জজ আ. ম. মোঃ সাঈদ ও পুলিশ সুপার মীর রেজাউল আলম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. মোঃ নূরুল আলম তালুকদার।

অনুষ্ঠানে'র প্রধান অতিথি চাষযোগ্য জমির অপচয়রোধে উর্ধ্বমুখী ভবন নির্মাণের উপর গুরুত্বারোপ করেন। এই কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্য কর্পোরেশনকে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতিসহ জাতীয় বাজেট থেকে থোক বরাদ্দ দেয়ার জন্য তিনি সরকারের প্রতি অনুরোধ জানান। এ প্রসঙ্গে তিনি দেশের আপামর জনসাধারণের গৃহায়ণ সমস্যা সমাধানে সকল জেলা ও উপজেলা সদরে কর্পোরেশনের অফিস খোলার পরামর্শ দেন। অনুষ্ঠানে বিএইচবিএফসি পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ঋণ সুবিধা দেশের উপজেলা ও গ্রোথ-সেন্টার পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এরূপ অফিস খোলার ফলে গৃহ ঋণ সহায়তায় স্থানীয় জনগণ দারুনভাবে উপকৃত হবে বলে বক্তারা অভিমত ব্যক্ত করেন।

সভাপতির বক্তব্যে ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাঁর গৃহীত কতিপয় যুগান্তকারী পদক্ষেপের উল্লেখ করেন। তাঁর বাস্তবমুখী, কার্যকর ও যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে কর্পোরেশনের কার্যক্রম অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় অনেক বিস্তৃত ও সম্প্রসারিত হয়েছে। কর্পোরেশনের ঋণ সহায়তা কার্যক্রম সারাদেশে বিস্তৃত করার লক্ষে তিনি প্রতিবছর জাতীয় বাজেট থেকে একটি থোক বরাদ্দ এবং ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে ডিপোজিট সংগ্রহের অনুমতির বিষয়ে সরকারের সুদৃষ্টি কামনা করেন।

মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন

১৬, ডিসেম্বর ২০১২'র প্রত্যুষ। ৪১-তম মহান বিজয় দিবসে বিএইচবিএফসি'র শ্রদ্ধা নিবেদন। কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী সহযোগে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ নূরুল আলম তালুকদার। ধানমন্ডির ৩২-নম্বরে; জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ।

সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাস

কর্পোরেশনের অপারেশনাল কার্যক্রম ও সেবা বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় দক্ষ ও যোগ্য কর্মকর্তাদের দ্বারা অফিস ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষে প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। সরকার অনুমোদিত এ সাংগঠনিক কাঠামোয় একটি মহাব্যবস্থাপক, আটটি উপ-মহাব্যবস্থাপক, ষোলটি সহকারী মহাব্যবস্থাপক এবং চৌদ্দটি সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসারের পদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। নতুন এ অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী সদর দফতরে একটি স্বতন্ত্র ট্রেনিং ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সাংগঠনিক কাঠামো-২০১২ অনুযায়ী জোনাল অফিস ঃ জোন-২,৩, ৪, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা ও ময়মনসিংহে উপ-মহাব্যবস্থাপক এবং সকল রিজিওনাল অফিসে সহকারী মহাব্যবস্থাপক পর্যায়ের কর্মকর্তাদের পদায়ন করা হলে উন্নত ও যুগোপযোগী অফিস ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত হবে।

"সহজ শর্তে পেতে ঋণ
হাউস বিল্ডিং-এ খোঁজ নিন"

ঋণ কার্যক্রম সহজীকরণ

সাম্প্রতিক সময়ে বিএইচবিএফসি'র ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণের পরিমাণ বৃদ্ধির সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ঋণ গ্রহিতাদের স্বল্পতম সময়ে ঋণ মঞ্জুরী প্রদানের জন্য নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে ঃ

- কর্পোরেশনের ঋণ মঞ্জুরীর পদ্ধতি আরো গতিশীল করা হয়েছে। স্বল্পতম সময়ে মঞ্জুরী প্রদানের জন্য জোনাল/রিজিওনাল অফিসের ক্ষেত্রে সরকারী প্লটের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১৫ কার্যদিবস এবং প্রাইভেট প্লটের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২০ কার্যদিবস সময়সীমা পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।
- ঋণ গ্রহণের জন্য আবেদনকারীকে পূর্বে একাধিক অঙ্গীকারনামা দিতে হতো। বর্তমানে একটি মাত্র অঙ্গীকারনামার মাধ্যমে সকল বিষয়ে ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে অঙ্গীকারনামা নেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- ঋণ সেবা মানুষের আরো কাছে নিয়ে যাওয়া লক্ষে সম্প্রতি কিশোরগঞ্জ ও গোপালগঞ্জ জেলা সদরে ২টি রিজিওনাল অফিস চালু করা হয়েছে।
- সাভার পৌরসভা এলাকায় রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) অথবা সাভার পৌরসভার অনুমোদিত প্ল্যান/নকশা অনুযায়ী বাড়ি নির্মাণ করার জন্য, কর্পোরেশনের প্রচলিত নিয়মাবলী অনুসরণপূর্বক, সকল প্রকার ঋণ প্রদান করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তবে সংশ্লিষ্ট পৌরসভা কর্তৃক প্ল্যান/নকশা অনুমোদন করানোর ক্ষেত্রে রাজউকের বিদ্যমান বিধি-বিধান ও নিয়মনীতি অনুসরণ করতে হবে।

ঋণের সিলিং বৃদ্ধি

কর্পোরেশনের পরিচালনা পর্ষদের গত ২৭.১১.২০১২ তারিখের সভায় ঋণের সিলিং পুনঃনির্ধারণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এলাকাভিত্তিক পূর্বের এবং বর্তমান সিলিং - এর তথ্যচিত্র নিম্নরূপঃ

(টাকার অংকে)

এলাকার নাম	পূর্বের সর্বোচ্চ সিলিং	বর্তমান সর্বোচ্চ সিলিং
বিভাগীয় শহর খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল ও রংপুর	খুলনা, রাজশাহী ও রংপুরে ৩০লক্ষ এবং সিলেট ও বরিশালে ৪০লক্ষ	৪৫ লক্ষ
কুমিল্লা সিটিকর্পোরেশন, ময়মনসিংহ, মৌলভীবাজার, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর জেলা সদর এবং টঙ্গী ও সাভার পৌরসভা	কুমিল্লা ও ময়মনসিংহে ৩০ লক্ষ এবং অন্যান্য এলাকায় ৪০ লক্ষ	৪০ লক্ষ
অন্যান্য পুরাতন জেলা সদর এবং যে সকল স্থানে কর্পোরেশনের রিজিওনাল অফিস রয়েছে	৩০ লক্ষ	৩৫ লক্ষ
সকল নতুন জেলা সদর	২৫ লক্ষ	৩০ লক্ষ
সকল উপজেলা সদর ও পৌর এলাকা	২০ লক্ষ	২৫ লক্ষ

*** ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকায় পূর্ব থেকেই সরকার নির্ধারিত সর্বোচ্চ সিলিং বহাল আছে। এ প্রেক্ষাপটে এ এলাকাদ্বয়ে সিলিং অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।**

অগ্রগতি

অর্থবছরের প্রথম ৬ মাসের সাফল্য

২০১২-২০১৩ অর্থবছরে ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে ৪০০ কোটি ও ৩৫০ কোটি টাকা। এ অর্থবছরের ১ম ৬ মাসে ঋণ মঞ্জুরীর পরিমাণ ২৭৩.৭৭ কোটি ও বিতরণের পরিমাণ ২০৫.৬৩ কোটি টাকা। পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ঋণ মঞ্জুরী বৃদ্ধি পেয়েছে। ১০৪.৬০ কোটি টাকা বা ৬১.৮৩% ঋণ বিতরণ বৃদ্ধি পেয়েছে ৫১.৮১ কোটি টাকা বা ৩৩.৬৮%।

চলতি অর্থবছরে ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ৫৪৫.৮৩ কোটি টাকা। এর মধ্যে ১ম ৬ মাসে আদায়ের পরিমাণ ১৯৮.৫৮ কোটি টাকা। ২০১১-২০১২ অর্থবছরের ১ম ৬ মাসের তুলনায় আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে ১৮.১৫ কোটি টাকা বা ১০.০৫%।

২০১২-২০১৩ অর্থবছরের অর্ধবার্ষিক (জুলাই-ডিসেম্বর-২০১২)হিসাব সমাপ্তির কাজ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। হিসাব সমাপনান্তে ঋণের স্থিতি দাঁড়িয়েছে ২৬৭৮.৬৫ কোটি টাকা। ১ম ৬ মাসে আয়ের পরিমাণ ১৬৯.৮১ কোটি টাকা এবং এর বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ ৮৫.৪১ কোটি টাকা। এসময়ে পরিচালন মুনাফার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৮৪.৪০ কোটি টাকায়। ২০১১-২০১২ অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় মুনাফা অর্জনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে ২১.৪৩ কোটি টাকা বা ৩৪.০৩%।

২০১১-২০১২ অর্থবছরের প্রথম ৬ মাসের সাথে ২০১২-২০১৩ অর্থবছরের প্রথম ৬ মাসে ৪টি সূচকের উন্নতির চিত্র ঃ

সূচক	২০১১-২০১২ (জুলাই-ডিসেম্বর)	২০১২-২০১৩ (জুলাই-ডিসেম্বর)
ঋণ মঞ্জুরী	১৬৯.১৭	২৭৩.৭৭
ঋণ বিতরণ	১৫৩.৮২	২০৫.৬৩
ঋণ আদায়	১৮০.৪৩	১৯৮.৫৮
মুনাফা	৬২.৯৭	৮৪.৪০

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে দেশের আবাসন সমস্যার সমাধানে বিএইচবিএফসি অঙ্গীকারাবদ্ধ

'গৃহ দুর্গত মানুষের জন্য কাঁদে মন বিক্ষুব্ধ প্রকৃতি; ওদেরও চাই আবাসন'

পর্ষদে নতুন পরিচালক নিয়োগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থমন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব, জনাব সুধাংশু শেখর বিশ্বাসকে বিগত ১৩.১১.২০১২ তারিখে কর্পোরেশনের পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। কর্পোরেশনের নবনিযুক্ত এই পরিচালককে পর্ষদের পক্ষ হতে শুভেচ্ছা জানান পর্ষদের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ইয়াছিন আলী। এসময় উপস্থিত ছিলেন কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ নূরুল আলম তালুকদার, পরিচালক জনাব মোঃ জিল্লার রহমান (অতিরিক্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়), জনাব নাজমুল হাই (সদস্য ভূমি ও প্রশাসন, রাজউক) এবং জনাব মোঃ জালাল উদ্দিন (যুগ্ম সচিব, রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠান অনুবিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়)। আরো উপস্থিত ছিলেন কর্পোরেশনের মহাব্যবস্থাপকদ্বয় ও পরিচালনা পর্ষদের সচিব।

প্রচার

ঋণ সম্প্রসারণ প্রচারণা-২০১২

সুনামগঞ্জ

বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন (বিএইচবিএফসি), জোনাল অফিস সিলেট কর্তৃক ০৮.১২.২০১২ তারিখে সুনামগঞ্জ জেলা ও তার আওতাধীন থানাসমূহে ঋণদান কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষে এক ঋণ ক্যাম্পেইনের আয়োজন করে। উক্ত অফিসের, জোনাল ম্যানেজার জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামান খান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও আমন্ত্রিত অতিথি ও ঋণ গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তিবর্গ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। জোনাল ম্যানেজার তাঁর বক্তব্যে ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধ পদ্ধতি সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেন। এসময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ঋণ গ্রহণে আগ্রহী ব্যক্তিদের ঋণের সাময়িক আবেদনপত্র দেয়া হয়। ঋণ প্রত্যাশীগণ সুনামগঞ্জ জেলা শহর এলাকায় ঋণের সিলিং বৃদ্ধি ও কর্পোরেশনের একটি শাখা অফিস স্থাপনসহ ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধির দাবী জানান।

ঈশ্বরদী

গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রবাহ বাড়াতে কর্পোরেশন বিভিন্ন সময়ে হাতে নিয়েছে নানা পরিকল্পনা। এমনই এক উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী হচ্ছে ঋণ সম্প্রসারণ প্রচারণা। দেশের বিভিন্ন স্থানে সম্প্রতি এই প্রচার পদ্ধতি ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে।

বিগত ০৮.১১.২০১২ তারিখে কর্পোরেশন-এর পাবনা রিজিওনাল অফিস এক ঋণ ক্যাম্পেইন-এর আয়োজন করে। পাবনা রিজিওনাল অফিস কর্তৃক ঈশ্বরদী প্রেসক্লাবে আয়োজিত উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কর্পোরেশনের পরিচালনা পর্ষদ সচিব, জনাব মোঃ আব্দুল গণী। উক্ত অনুষ্ঠানে উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নূরুজ্জামান বিশ্বাস, উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান

মোছাঃ সুফিয়া খাতুন, প্রেসক্লাব সভাপতি জনাব আলাউদ্দিন আহমেদ অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। এছাড়া শতাধিক আমন্ত্রিত অতিথি ও ঋণ গ্রহণে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গ উক্ত প্রচারণা অনুষ্ঠানে যোগ দেন। সভাপতির বক্তব্যে জনাব আব্দুল গণী ঋণ প্রক্রিয়াকরণ, পরিশোধ পদ্ধতি এবং বিএইচবিএফসি থেকে ঋণ গ্রহণের সুবিধাবলী ব্যাখ্যা করেন। এসময় আগ্রহী ব্যক্তিগণকে তাৎক্ষণিকভাবে ৬৫টি ঋণের সাময়িক আবেদনপত্র বিতরণ করা হয়।

উপস্থিত সুধিমন্ডলীর পক্ষ থেকে ঋণ বিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। ঈশ্বরদীর ক্রমোন্নয়নশীল আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরে তারা ঈশ্বরদী উপজেলায় ঋণের সিলিং বৃদ্ধির দাবি জানান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলে ঋণ সম্প্রসারণে প্রচারণামূলক এই পদক্ষেপ গ্রহণকে সাধুবাদ জানান।

'স্বল্প সুদে বহুদিন
ভোগ করুন গৃহ ঋণ'

ভিত্তিপ্রস্তর

বিএইচবিএফসি'র উত্তরাস্থ স্টাফ কোয়ার্টারের প্রবেশপথে নান্দনিক গেইট নির্মাণের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান। উদ্বোধন করছেন কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ নূরুল আলম তালুকদার। উপস্থিত ছিলেন জনাব কফিল উদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরী, মহাব্যবস্থাপক (অপারেশন), জনাব মোঃ মিজানুর রহমান তালুকদার, উপ-মহাব্যবস্থাপক (সংস্থাপন ও সাধারণ সেবা বিভাগ), মোস্তাক আহমেদ, বিভাগীয় প্রধান (কম্পিউটার ও তথ্য বিভাগ), মোঃ আব্দুল কাদের, সহকারী মহাব্যবস্থাপক (আইন) এবং অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

বিশেষ ক্রাশ-প্রোগ্রাম

কর্পোরেশনের অর্ধ-বার্ষিক হিসাব সমাপ্তিকরণ, দীর্ঘকালধরে অনিষ্পন্ন ঋণ হিসাব সমন্বয় ও শ্রেণীকৃত ঋণ আদায় সংক্রান্ত ক্রাশ প্রোগ্রামের আলোচনা সভা। বিগত ২৭.১২.২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় বক্তব্য রাখছেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ নূরুল আলম তালুকদার। তাঁর সাথে উপবিষ্ট আছেন কর্পোরেশনের মহাব্যবস্থাপক আফরোজা গুল নাহার এবং জনাব কফিল উদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরী।

কৃতজ্ঞতা

কর্পোরেশনের সাফল্যে এম ডি মহোদয়কে ফুলেল সংবর্ধনা

বিএইচবিএফসি'র বর্তমান এম ডি ড. মোঃ নূরুল আলম তালুকদার বিগত ১৪.০৭.২০১১ তারিখে কর্পোরেশনে যোগদান করেন। তাঁর যোগদানের পর হতে তিনি বিভিন্ন ধরণের পরিকল্পনা গ্রহন করেন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য সময়োপযোগী পদক্ষেপ নেন। ফলে প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠানের উল্লেযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়। কর্পোরেশনের নতুন অর্গানোগ্রাম-২০১২-এর বিষয়ে সরকারের অনুমোদন গ্রহন, গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধির জন্য Help Desk স্থাপন, কর্পোরেশন ভবনের দক্ষিণ দিকে গেইট নির্মাণ, অফিস চত্ত্বরে শহীদ মিনার নির্মাণ এবং নিজস্ব যানবাহন মেইনটেন্যান্সের জন্য Motor Workshop তৈরী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গৃহীত পদক্ষেপসমূহের ফলে একদিকে যেমন গ্রাহক সেবার মান উন্নত হয়েছে অন্যদিকে মানুষের কাছে কর্পোরেশনের প্রচার বেড়েছে। কর্পোরেশনের সার্বিক সাফল্যে বিগত ০৬.১২.২০১২ তারিখের মাসিক বিশেষ সভায় সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর পক্ষ থেকে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

এই প্রেক্ষাপটে এমডি মহোদয় সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে আরো নিষ্ঠার সাথে কাজ করে বিএইচবিএফসিকে আরো এগিয়ে নেওয়ার পরামর্শ প্রদান করেন।

'চাষযোগ্য ভূমি রক্ষার্থে উর্ধ্বমুখী আবাসনের বিকল্প নাই'

আবাসন খাতে ঋণ কার্যক্রম বিস্তারে বিএইচবিএফসি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

বিএইচবিএফসি আবাসন খাতে একমাত্র বিশেষায়িত রাষ্ট্রীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান। বিগত ৬০ বছর ধরে গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান করে আসছে। ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর "The Bangladesh House Building Finance Corporation Order-1973 (President's Order No. 7 of 1973)"এর মাধ্যমে কর্পোরেশন নতুন উদ্যমে কার্যক্রম শুরু করে। শুরু থেকে (Since Inception) ৩০ জুন, ২০১২ অবধি কর্পোরেশন মোট ৪,১০৬.৪৭ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং এ ঋণের মাধ্যমে ১,৭৮,১৩৬-টি বাড়ি/হাউজিং ইউনিট নির্মিত হয়।

দীর্ঘকালের পথ পরিক্রমায় কর্পোরেশন নানাবিধ সীমাবদ্ধতার কারণে কাংখিত মাত্রায় ঋণ কার্যক্রম বিস্তার করতে পারেনি। কর্পোরেশনের ঋণ কার্যক্রমের সময়ভিত্তিক প্রবাহ লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, কর্পোরেশনের সিংহভাগ ঋণ-ই ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটান এলাকা ও গুটি কয়েক বড় শহরে সীমাবদ্ধ ছিল। ঋণ কার্যক্রম পরিকল্পনা নতুন জেলা শহর ও কিছু কিছু উপজেলা পর্যায়ে পরিব্যপ্ত থাকলেও বাস্তবে এ সকল এলাকাও ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল অকিঞ্চিৎকর। অপেক্ষাকৃত কম উন্নত এলাকায়, বড় বড় কতিপয় শহর ব্যতীত অন্যত্র অপ্রতুল ঋণ কার্যক্রমের মুখ্য কারণগুলো ছিল নীতিগত উদাসিনতা ও পর্যাপ্ত তহবিলের অভাব। কিন্তু সাম্প্রতিককালে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগ গ্রহণ, ঋণ আদায় বৃদ্ধি এবং সরকারের নিকট থেকে তহবিল প্রাপ্তির ফলে কর্পোরেশনের ঋণ কার্যক্রমে ব্যাপক প্রাণ সঞ্চার হয়েছে।

সরকারি গ্যারান্টিযুক্ত ডিবেঞ্চার বিক্রির মাধ্যমে কর্পোরেশন অতীতে তহবিল সংগ্রহ করেছে। কিন্তু ১৯৯৮ সালের পর থেকে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্পোরেশনের ডিবেঞ্চার ক্রয়ে ইচ্ছুক হয়নি। এ প্রেক্ষাপটে কর্পোরেশনের তহবিল অপ্রতুলতা প্রকটতর হয়ে ওঠে। এমতাবস্থায়, ২০১০, ২০১১, ও ২০১২ সালে সরকার কর্পোরেশনকে যথাক্রমে ১৫০ কোটি, ৫৭.৫০ কোটি এবং ২৫ কোটি টাকা প্রদান করে (৩% সুদ হারে ২০ বছর মেয়াদে)। বিগত তিন বছরে কর্পোরেশনের ঋণ আদায়ে ব্যাপক অগ্রগতি এবং সরকার কর্তৃক তহবিল সরবরাহের ফলে ঋণ কার্যক্রম প্রভূত গতি লাভ করে। ক্রমান্বয়ে বিএইচবিএফসি কর্তৃপক্ষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় শহর কেন্দ্রীক ঋণ কার্যক্রমের গতানুগতিক প্রবণতা পরিহার করে স্বল্প-উন্নত তথা নতুন জেলা, উপজেলা ও গ্রোথ-সেন্টার পর্যায়ে ঋণ কার্যক্রম জোরদার করা সম্ভব হয়েছে। নতুন জেলা ও উপজেলাসমূহে বিগত পাঁচ বছরে পরিচালিত ঋণ কার্যক্রমের তথ্য নিম্নরূপঃ

নতুন জেলা শহরে ঋণ কার্যক্রম

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	ঋণ মঞ্জুরী			ঋণ বিতরণ	
	পরিমাণ	ঋণ কেইস সংখ্যা	নির্মিত ইউনিট	পরিমাণ	ঋণ কেইস সংখ্যা
২০১১-২০১২	৩৬.১৭	১৭৪	৭২১	২৬.৭০	২২৩
২০১০-২০১১	২২.৭৬	১৩৬	৪৬৫	১৫.২১	১৪১
২০০৯-২০১০	১৩.১৪	৮৪	৩২৭	৭.২৮	৯৫
২০০৮-২০০৯	৯.৭৮	৬৬	২৫৬	৬.২৪	৬৫
২০০৭-২০০৮	৬.২৫	৫১	১৬০	২.৫২	৩৮

উপজেলায় (গ্রোথসেন্টারসহ) ঋণ কার্যক্রম

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	ঋণ মঞ্জুরী			ঋণ বিতরণ	
	পরিমাণ	ঋণ কেইস সংখ্যা	নির্মিত ইউনিট	পরিমাণ	ঋণ কেইস সংখ্যা
২০১১-২০১২	১৩.৩০	৭৬	২৯৭	১০.১০	৮৫
২০১০-২০১১	১০.০২	৬৭	২৪৩	৭.৪৬	৬৩
২০০৯-২০১০	৪.৯৯	৩৭	১৪৬	৩.০৪	৩৮
২০০৮-২০০৯	৩.৮৭	৩৬	১০৫	২.৫৪	৪৫
২০০৭-২০০৮	২.১৯	১৪	৫৮	০.৮২	৮

ছক-এর তথ্য অনুযায়ী সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নতুন জেলা শহর ও উপজেলাগুলোতে ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণের ক্রমবর্ধমান প্রবৃদ্ধি প্রতিফলিত হয়েছে। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, বিগত ২০০৯-২০১০ অর্থবছরের তুলনায় নতুন জেলা শহরে এবং উপজেলাসমূহে ২০১১-২০১২ অর্থবছরে (সম্মিলিতভাবে) ঋণ মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি ঘটেছে প্রায় ১৭৩.০০%, যা এক্ষেত্রে অদৃষ্টপূর্ব এক অগ্রগতি।

আবাসন খাতে একমাত্র রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিএইচবিএফসি মেট্রোপলিটন এলাকা, জেলা কিংবা উপজেলা পর্যায়ে যেখানেই ঋণ দিক না কেন, তা নির্দিষ্ট কর্ম-পরিকল্পনার আওতায় করা হয়ে থাকে। কর্পোরেশন সবসময়ই বহুতল ভবন নির্মাণে ঋণ দিয়ে থাকে যা দেশের আবাদী/আবাদযোগ্য ভূমি সাশ্রয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। একক মালিকানার বহুতল ভবন ছাড়াও কর্পোরেশন গ্রুপ-ঋণ এবং ফ্ল্যাট-ঋণ বিতরণের মাধ্যমে ভূমি সাশ্রয়ী আবাসন বিনির্মাণে নীরবে ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

বিপুল জনসংখ্যা অধ্যুষিত বাংলাদেশের বর্তমান (প্রাক্কলিত) জনসংখ্যা প্রায় ১৫.২৫ কোটি। জল, স্থল, পাহাড়, বনাঞ্চল–সবমিলিয়ে বাংলাদেশের যে আয়তন তাতে 'জনপ্রতি বাংলাদেশ' অর্থাৎ মাথাপিছু আয়তন এর পরিমাণ মাত্র ২৩.৯১ ডেসিমেল বা মোটামুটি ০.২৪ একর। শুধু স্থলভাগ বিবেচনায় এ পরিমাণ যে অতি নগণ্য তা সহজে-ই অনুমেয়। স্থলভাগের ভূমি বাড়ি নির্মাণ ছাড়াও নানাবিধ উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহার হচ্ছে। নিত্য নতুন যে জমি এসব কাজে ব্যবহার হচ্ছে তা সবই আবাদী কিংবা আবাদযোগ্য জমি। প্রচলিত ধারণা রয়েছে যে, প্রতিবছর আবাদী /আবাদযোগ্য জমির প্রায় ১ শতাংশ জমি নতুন আবাসন এবং নানাবিধ উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ চিত্র নিঃসন্দেহে অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

এ অবস্থার সার্বিক উত্তরণে সহজসাধ্য কোন বিকল্প নাই। তবে আবাসন খাতে জমির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের একমাত্র পথ হলো বহুতল বিশিষ্ট উর্ধ্বমুখী বাড়ি-ঘর নির্মাণ। আনুভূমিকভাবে বা Horizontally বাড়ি-ঘর নির্মাণের বিলাসিতা কোনভাবেই আর সহনীয় নয়। আবাসন খাতে আবাদি ভূমির সংকোচন রোধে এ খাতে ঋণদানকারী সকল ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ভূমি সাশ্রয়ী বাড়ি বা হাউজিং ইউনিট নির্মাণে কর্পোরেশনের ভূমিকা ক্রমান্বয়ে জোরদার হচ্ছে। বিগত শতাব্দীর নব্বই দশকের প্রারম্ভিক পর্যায় পর্যন্ত কর্পোরেশনের ঋণ কার্যক্রমগুলোর মধ্যে 'মাল্টি ঋণ' (Multi Loan)নামীয় একটি কার্যক্রমও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে বহুতল (দু'তলার অধিক) বিশিষ্ট আবাসিক বাড়ি নির্মাণে ঋণ প্রদান করা হয়েছে। এখনও মাল্টি ঋণভুক্ত ৯৫৭০টি ঋণ হিসাব চলমান আছে, যা ৩০.০৬.২০১২ তারিখ অনুযায়ী চলমান মোট ঋণ হিসাব সংখ্যার প্রায় ৩৩%। এ ঋণের সুদ-হার তুলনামূলকভাবে কম এবং পরিশোধ মেয়াদ 'সাধারণ ঋণ' (General Loan) এর চেয়ে বেশী ছিল।

১৯৯৩ সাল হ'তে মাল্টি ঋণ কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। তবে 'ফ্ল্যাট/এপার্টমেন্ট ঋণ' এবং 'গ্রুপ ঋণ' নামীয় দু'টি ঋণ কার্যক্রম শুরু করা হয়। এ দু'টি ঋণ কার্যক্রম-ই ভূমি সাশ্রয়ী বহুতল আবাসিক ভবন/বাড়ি নির্মাণে বিশেষভাবে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

সম্প্রতি মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত ঋণ স্কীমের আওতায় ৫৫০ থেকে ১০০০ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট আবাসিক ইউনিট নির্মাণে গ্রুপ ঋণ কার্যক্রম সারা দেশব্যাপী সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ইতোপূর্বে ছোট শহর কিংবা উপজেলা পর্যায়ে গ্রুপ ঋণ কার্যক্রমের প্রচলন ছিল না। দেশব্যাপী গ্রুপ ঋণের সম্প্রসারণ উর্ধ্বমুখী আবাসন নির্মাণের মাধ্যমে ভূমির সাশ্রয়ে বিশেষভাবে অবদান রাখবে।

আবাদী/আবাদযোগ্য ভূমি সংরক্ষণ করে উর্ধ্বমুখী গৃহ নির্মাণের ধারণাকে এগিয়ে নেয়ার জন্য কর্পোরেশন সীমিত আর্থিক সামর্থ ও অফিস নেট-ওয়ার্কের মাধ্যমে জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ লক্ষে কর্পোরেশন 'ফ্ল্যাট ঋণ' কার্যক্রমও নতুন জেলা শহর পর্যন্ত সম্প্রসারণ করেছে। বর্তমান ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভূমি সাশ্রয়ী ফ্ল্যাট ঋণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করার প্রেক্ষাপটে এ খাতে ঋণ কার্যক্রম যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন, ২০১০-২০১১ অর্থবছরে মাত্র ৪৬টি ঋণ হিসাবের বিপরীতে মাত্র ৯.৮৩ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়। পক্ষান্তরে, ২০১১-২০১২ অর্থবছরে ১১৫টি ঋণ হিসাবের বিপরীতে ২৮.৮০ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির হার ১৯৩%।

কর্পোরেশনের তহবিল বৃদ্ধি এবং ভূমি সাশ্রয়ী ঋণ সম্প্রসারণ বৃদ্ধিকল্পে অতি সম্প্রতি বর্তমান ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক World Bank থেকে অর্থ সহায়তা পাওয়ার জন্য একটি প্রকল্প প্রস্তাব অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় গ্রামীণ এলাকায় বিএইচবিএফসি'র মাধ্যমে স্বল্প আয়তনের বহুতল বিশিষ্ট আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে।

উল্লিখিত আলোচনা ও তথ্য-উপাত্তের আলোকে এটা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, সাম্প্রতিক সময়ে যুগোপযোগী কর্ম-পরিকল্পনা ও উদ্যোগ গ্রহণের ফলে স্বল্পোন্নত এলাকায় কর্পোরেশনের ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে চাহিত প্রকল্প ঋণ সহায়তা পাওয়া গেলে কর্পোরেশনের ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে স্বল্পোন্নত এলাকায়, যেমন যুগান্তকারী সফলতা অর্জিত হবে, তেমনি ভূমি সাশ্রয়েও তা ব্যাপকভাবে সহায়ক হবে।

বিয়োগ

শোক বার্তা

বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন-এর অবসরপ্রাপ্ত সহকারী মহাব্যবস্থাপক জনাব এ. কে. এম. নাজীর আহমদ সিদ্দিকী গত ২৫.১১.২০১২ খ্রিঃ তারিখে, রবিবার, রাত ১১.৩০টায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি ১৯৪৫ সালে মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর উপজেলার ঝিটকা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। জীবদ্দশায় তিনি বিগত ০৭.০৭.১৯৮৩ খ্রিঃ থেকে ০৫.১২.২০০৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত এ কর্পোরেশনে কর্মরত ছিলেন। অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, সৎ, সদালাপি ও পরিশ্রমী কর্মকর্তা হিসেবে তাঁর সুনাম রয়েছে।

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। তিনি স্ত্রী, দুই ছেলে, বহু আত্মীয়স্বজন ও অসংখ্য শুভাকাঙ্খী রেখে গেছেন। বিএইচবিএফসি'র সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পক্ষ থেকে জনাব এ. কে. এম. নাজীর আহমদ সিদ্দিকী এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ এবং তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনাসহ মরহুমের শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়।

Bangladesh House Building Finance Corporation

নববর্ষের শুভেচ্ছাসহ

Janauary

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

February

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28		

March

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
31					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

April

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

May

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

June

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
30						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

July

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

August

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

September

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

October

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

November

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

December

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

সম্পাদক মন্ডলী : **মোঃ আব্দুল কাদের মন্ডল**, সহকারী মহাব্যবস্থাপক, **আবু বকর সিদ্দিক খান**, প্রিন্সিপাল অফিসার, **মোঃ বদিউজ্জামান**, প্রিন্সিপাল অফিসার, **মোছাঃ জুবাইদা খাতুন**, প্রিন্সিপাল অফিসার, সদর দফতর, ঢাকা।

প্রকাশনা : **পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ ও জনসংযোগ বিভাগ, বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন**
২২, পুরানা পল্টন, ঢাকা -১০০০, E-mail : bhbfc@bangla.net, Web : www.bhbfc.gov.bd

'ঋণ দিয়ে সেবা করি
আয়কর দিয়ে দেশ গড়ি